তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৬৮

**সমবায় শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে দেশের আমূল পরিবর্তন সম্ভব**

**-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন কারণ তিনি জানতেন একজন মানুষের পক্ষে যা করার সম্ভব নয় তা সমবায়ের মাধ্যমে দশজন মানুষ একত্রিত হয়ে অনায়াসে সম্ভব করতে পারে। ব্যক্তি মানুষের ছোট ছোট পুঁজিগুলো একত্রিত করে সমাজের অনেক কিছুরই পরিবর্তন করা সম্ভব উল্লেখ করেন তিনি।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সমবায় অধিদপ্তরে ৫২তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০২৩ এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২২ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, কুমিল্লার বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর মাধ্যমে পল্লী উন্নয়নে সমবায়ের বাস্তব প্রয়োগ আমাদের দেশে সফল হয়েছে। বার্ডের অনুসরণে দক্ষিণ কোরিয়াতেও সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সফলতা পাওয়া গেছে জানিয়ে মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, সমবায়কে শক্তিশালী করণের মাধ্যমে আমরাও সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারি তাহলেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর দর্শন ছিল কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন, বণ্টন ও বিপণন করে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু সমবায়ের ওপর যেভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাও একইভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন।

মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন, বর্তমান সরকারের প্রথম মেয়াদে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ছিল ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ। একটানা ৩ মেয়াদে সরকার পরিচালনার ফলে গত সাড়ে ১৪ বছরে এ হার ১৮ দশমিক ৭ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। দেশের অসহায়-দরিদ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ‘আশ্রয়ণ’ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ভূমিহীন-গৃহহীন ছিন্নমূল মানুষকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আওতায় এনেছেন। বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, উন্নয়ন অভিযাত্রায় শহর ও গ্রামের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সমান অংশগ্রহণ থাকবে। কাউকে পিছনে ফেলে রাখা চলবে না। সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে প্রায় ১ লাখ ৮৯ হাজার সমবায় সমিতি রয়েছে। সমবায়ীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসে এ সমবায় সমিতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ২২ লাখ।

মন্ত্রী এসময় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, এই বিজয় বাংলাদেশের জন্য একটি বড় অর্জন। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর পরিবার বাংলাদেশের জন্য সবসময় সম্মান এবং মর্যাদা বয়ে এনেছে।

সভাপতির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, জাতির পিতা চেয়েছিলেন গ্রামভিত্তিক সমবায়ের মাধ্যমে সম্মিলিত উদ্যোগকে জনগণের উন্নয়নে কাজে লাগাতে। এ লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর দেশের প্রতিটি উপজেলায় ‘বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মহিলা সমবায় সমিতি’ গঠন করেছে। ইতোমধ্যে দেশের ২০০টি উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া ‘দুগ্ধ ঘাটতি উপজেলায় দুগ্ধ সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' প্রকল্প চলমান রয়েছে, যা গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি নুরুল ইসলাম নাহিদ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মুনিমা হাফিজ।

#

হেমায়েত/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২১৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৬৭

**শেখ কামাল ৫০ বছরের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ যুবক**

**-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর), ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল আমাদের ৫০ বছরের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ যুবক। তিনি একাধারে শ্রেষ্ঠ অ্যাথলেট, বাস্কেটবল ও ক্রিকেট খেলোয়াড়, তিনি একজন সংগীত শিল্পী, তিনি একজন ক্রীড়া সংগঠক, সাংস্কৃতিক সংগঠক, রাজপথের স্পন্দিত তারুণ্য। তিনি স্বাধিকার আন্দোলন অন্যতম সংগঠক। তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম কমিশন প্রাপ্ত কর্মকর্তা। তিনি বঙ্গবীর এমএজি ওসমানী এডিসি হিসেবে যুদ্ধকালীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার নামে এই জিমনেসিয়ামের নামকরণ করা হয়েছে। ক্রীড়া, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ, রাজনীতি এবং দেশ সৃষ্টির সাথে তার বর্ণাঢ্য নাম জড়িত আছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট খুনিরা যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে আসে তখন তিনি এর প্রথম প্রতিরোধ করেছিলেন। শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের নামে প্রতিষ্ঠিত জিমনেসিয়ামটি আগামী প্রজন্মের জন্য তৈরি করা হয়েছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থেকে নিজেদের বিকশিত করার জন্য এ জিমনেসিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বোচাগঞ্জস্থ শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে (সেতাবগঞ্জ বড় মাঠ) শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল জিমনেসিয়ামের উদ্বোধন এবং সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

জেলা পরিষদের সদস্য মোঃ শাহনেওয়াজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ডালিম সরকার, সেতাবগঞ্জ পৌর মেয়র মোঃ আসলাম, বোচাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সৈয়দ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আশরাফ আলী প্রমুখ।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে নবনির্মিত বোচাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনসহ ১৩টি নতুন ভবন ও তিনটি সড়ক উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, বোচাগঞ্জের ইতিহাসে আজ একটি স্মরণীয় দিন। আজকে এখানে বহুমাত্রিক উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে। এরকম একটি সুন্দর দিন বোচাগঞ্জবাসীর জন্য এর আগে আসেনি। ১০০ কোটি টাকার উপরে উন্নয়ন কাজ হচ্ছে। আজকে একজন শেখ হাসিনা আছেন বলেই বাংলাদেশ আজকে অনন্য উচ্চতায় চলে গেছে। মানুষ নির্ভয়ে রাতে ঘুমাতে পারে, শতভাগ শিশু স্কুলে যায়, উপবৃত্তি পায়, মাতৃত্বকালীন ভাতা পায়, মুক্তিযোদ্ধারা সম্মানের সাথে, মর্যাদার সাথে বসবাস করে। বাংলাদেশ আজকে মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট স্থাপন করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আছেন বলেই তাবত দুনিয়া বাংলাদেশকে সমীহ করে, সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে। আমরা ধন্য শেখ হাসিনার জন্য। শেখ হাসিনার ধমনীতে বঙ্গবন্ধুর রক্ত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে জাতিসত্তার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাবত দুনিয়ার কাছে পরিচয় করে দিয়েছেন, আমরা বাঙালি। একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক। পেলেস্টাইনের জনগণ একটি স্বাধীন দেশের জন্য একটি আবাসভূমির জন্য মরণপণ লড়াই করছেন। সেই স্বাধীনতা আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে দিয়েছেন। এটা আমাদের অনেক বড় প্রাপ্তি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার দেশরত্ন শেখ হাসিনা আজকে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। আমাদের মন ভরে যায় যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা দেয়ার জন্য অপেক্ষা করেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে ছবি তোলেন, সেলফি তোলেন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানাতে নুয়ে পড়েন, সম্মান দেখান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে বাংলাদেশকে কোথায় নিয়ে গেছেন! যে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, শায়খ আব্দুর রহমান, বাংলা ভাই, গ্রেনেড হামলা, হত্যাকাণ্ড ছিল। নিরাপত্তা ছিল না। সে বাংলাদেশকে অবাধ নিরাপদ আবাস ভূমিতে পরিণত করেছেন শেখ হাসিনা। বোচাগঞ্জে আজকে ১০০ কোটি টাকার উপরে উন্নয়ন কাজের বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর সুফল পাবে এলাকার জনগণ। দল, মত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে এগুলোর সুবিধা পাবে। শেখ হাসিনা সকলের জন্য কাজ করেন। বাংলাদেশ সে জায়গায় চলে গেছে। এ বাংলাদেশকে ধরে রাখতে পারি। আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। সেই নির্বাচনে শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ ও নৌকামার্কাকে জয়যুক্ত করে বাংলাদেশকে আরো উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশি পরিণত করতে হবে। শেখ হাসিনার হাতে দেশ, পথ হারাবে না বাংলাদেশ। অতীতে অনেক দল, সরকার, প্রধানমন্ত্রী দেখেছি, কেউ আমাদেরকে নিরাপত্তা দিতে পারেন নাই, কেউ আবাসভূমি, বাসস্থান, খাবার, শিক্ষা, চিকিৎসা দিতে পারেন নাই। শেখ হাসিনা দিয়েছেন। মানুষের মৌলিক অধিকার দিয়েছেন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনাকে আবারও জয়যুক্ত করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী বোচাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে নবনির্মিত বোচাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, নবনির্মিত উপজেলা কৃষি ভবন, উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে অবস্থিত নবনির্মিত ভাস্কর্য ‘অবিনাশী বাংলা’, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নবনির্মিত অফিস ভবন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের নবনির্মিত স্টোর রুম, নবনির্মিত গোপেন সাহার হাট মার্কেট ভবন, হাজী দানেশ কলেজের নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, বাজনিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, দৌলা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, মোল্লাপাড়া দাখিল মাদ্রাসার নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, কড়ই উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, তেতেরা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত একাডেমিক ভবন ও মহেশাইল দাখিল মাদ্রাসার নবনির্মিত একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন এবং জালগাঁও ব্রিক্স ফিল্ড ব্রাক অফিসের নিকট হইতে দৌলা পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর, পশ্চিম বর্ষা হইতে কৃষ্টপুর এফআরএ ভায়া শাপলা জিপিএস পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর ও ইশানিয়া ইউপি অফিস হইতে মুরারীপুর কমিউনিটি ক্লিনিক হয়ে সেতাবগঞ্জ অটো রাইস মিলস পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে সেতাবগঞ্জস্থ বোচাগঞ্জ মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্রতিমন্ত্রী বোচাগঞ্জে ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন’ সমবায়ের উন্নয়ন এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৫১তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৬৬

**বিএনপি কৃষকদের গুলি করে হত্যা করেছিল**

**-- পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী**

বরিশাল, ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বলেছেন, খালেদা জিয়া সারের জন্য কৃষকদের গুলি করে হত্যা করেছিলেন। উল্টোদিকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার কৃষকের ঘরে ঘরে পানির দরে সার পৌঁছে দিচ্ছে। সার চাইলে কৃষককে এখন আর মরতে হয় না, সময়মতো সার তাদের দোরগোড়ায় চলে যায়।

আজ বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের কনফারেন্স কক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (সদর উপজেলার) আয়োজিত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রবি মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চিনাবাদাম, সয়াবিন, মুগ, মসুর ও খেসারী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি পুর্নবাসন কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ বিতরণের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিএনপি সরকারের আমলে ১৯৯৫ সালে সার, তেল, কীটনাশক ও কৃষিপণ্যের দাবিতে আন্দোলন করা ১৮ জন কৃষককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ সরকার ১৫ মার্চকে ‘কৃষক হত্যা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষকদের জন্য সবসময় ভাবেন বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভরশীল দেশ তাই কৃষকদের সহায়তা প্রদানে সরকার প্রায় ২৬ হাজার কোটি টাকার মতো ভর্তুকি দিয়ে আসছে যাতে কৃষকরা তাদের উৎপাদন করতে পারে। একমাত্র আওয়ামী লীগ সরকারই সাধারণ মানুষের কথা জনগণের পাশে থেকে করে দেখাতে পেরেছে অন্যান্য সরকার নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন করলেও জনগণের কথা চিন্তা করেনি। তাই সকলের প্রতি আহ্বান থাকবে আপনাদের চোখে দৃশ্যমান উন্নয়ন এবং আপনাদের বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে পুনরায় আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে।

অনুষ্ঠানে বরিশাল সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরিশাল সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডঃ মাহবুবুর রহমান মধু। বরিশাল সদর উপজেলা কৃষি অফিসার উত্তম ভৌমিকের সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন বরিশাল মহানগর আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আলহাজ্ব মাহমুদুল হক খান মামুন, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন বিসিসি’র ২৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এনামুল হক বাহারসহ আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

গিয়াস/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৬৫

**হরতাল-অবরোধের নামে বিএনপি-জামায়াত জোট সহ নামসর্বস্ব**

**কয়েকটি দল দেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে**

**-- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন, হরতাল-অবরোধের নামে বিএনপি-জামাত জোট সহ নামসর্বস্ব কয়েকটি দল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তিনি এসব ষড়যন্ত্রকারীদের রুখে দিতে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরালে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলেন, স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি দেশের উন্নয়ন, শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও প্রগতির ধারাকে বাধাগ্রস্ত করতে ষড়যন্ত্র করছে। এদেরকে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে।

আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ সংগঠনের কার্যক্রম আরো গণমুখী ও বরিশালবাসীর সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে দলীয় নেতাকর্মীদেরকে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

#

আহসান/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৬৪

**প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন আইন একটি মাইলফলক**

**-- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন ২০২৩ একটি মাইলফলক। এই আইনের ফলে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে সরকারের কার্যক্রম আরো বেগবান হবে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন ২০২৩ ঐতিহাসিক অর্জন ও উদযাপন শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে এ ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার স্থায়ী ভবন নির্মাণ, থেরাপী সেন্টার প্রতিষ্ঠাসহ বহুবিধ কর্মকাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে প্রতিবন্ধীবান্ধব করেছে। মহান জাতীয় সংসদে এ আইন পাসের ফলে এর কর্মচারীরা নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজ করবে বলে মন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু বলেন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আইন পাসের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানটি একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে আসলো। পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বও বাড়লো। প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারের গৃহীত কর্মসূচি আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র কর্মকর্তা কর্মচারী সোসাইটির সভাপতি ড. মোঃ রেজাউল কবিরের সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ সচিব মোঃ খায়রুল আলম সেখ।

#

জাকির/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৬৩

**আগুন সন্ত্রাস চালিয়ে যারা গর্তে ঢুকেছে, তাদের বের করে এনে শায়েস্তা করা হবে**

**- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘যারা আগুন সন্ত্রাস চালাচ্ছে, পুলিশ হত্যা করেছে, ইসরাইলি বাহিনীর অনুকরণে হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে, সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালিয়েছে, আমাদের মা-বোনদের কাপড় ধরে টানাটানি করেছে, আগুন সন্ত্রাস চালিয়ে এখন যারা গর্তে ঢুকেছে, তাদের গর্ত থেকে বের করে এনে শায়েস্তা করা হবে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি বলেছিল ২৮ তারিখ ফাইনাল খেলা হবে, কিন্তু তারা খেলার আগেই মাঠ ছেড়ে চলে গেছে। পুলিশ একটা গুলিও ছোঁড়ে নাই, পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেডের আওয়াজেই মির্জা ফখরুল সাহেবসহ সবাই মঞ্চ ছেড়ে চলে গেল, আর নেতাকর্মীরাও পেছনে পেছনে চলে গেল। অর্থাৎ খেলা শুরু হওয়ার আগেই মাঠ ছেড়ে চলে গেল বিএনপি।’

আজ বন্দরনগরী চট্টগ্রামের একটি কনভেনশন সেন্টারে আওয়ামী লীগের প্রয়াত প্রেসিডিয়াম সদস্য আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু’র ১১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী এ সব কথা বলেন।

চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ যৌথভাবে এই স্মরণ সভার আয়োজন করে। চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রয়াত আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু’র সন্তান ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ, শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা সম্পাদিকা ওয়াসিকা আয়েশা খান এমপি এবং ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বিএনপির-জামায়াত জোট নেতারা এখন জনশত্রুতে রূপান্তরিত হয়েছে, তারা গাড়িতে আগুন দেয়, জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করছে। ডাকাত ডাকাতি করে, মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করে না। চোর চুরি করে, সে মানুষের বাড়িতে আগুন দেয় না। আর এরা মানুষের সহায় সম্পত্তিতে আগুন দিচ্ছে। এরা জঘন্য ডাকাত এবং জঘন্য সন্ত্রাসীর চেয়েও এরা বেশি জঘন্য।’

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘গাড়িচালক ভাইদের অনুরোধ জানাবো, গাড়িতে আত্মরক্ষার্থে কোনো দুষ্কৃতকারী আক্রমণ করলে সেই দুষ্কৃতকারীকে শায়েস্তা করবেন। আক্রান্ত হলে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করতে আইনেও বাধা নেই। এই দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।’

তিনি বলেন, ‘বিএনপি ভেবেছিল কেউ কোলে করে শিশুদের মতো ফিডার খাওয়াতে খাওয়াতে ক্ষমতার দোলনায় বসিয়ে দিবে। সাউন্ড গ্রেনেডের আওয়াজে যারা পালিয়ে যায় তাদের সাথে কেউ থাকে না। সুতরাং তারা কাউকে পাবে না।’

আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা-স্থিতি নিশ্চিত করা সরকারি দল হিসেবে আমাদের দায়িত্ব। সেজন্য জনগণের পাশে থাকতে হবে। পাড়া-মহল্লায় দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। বাসে আগুন দিতে যদি কেউ উদ্যত হয়, তাদেরকে ধরে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তুলে দিতে হবে।’

মন্ত্রী আরো বলেন, ‘নির্বাচন পর্যন্ত এই গণশত্রু ও দুষ্কৃতকারীরা দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার অপচেষ্টা চালাবে। কারণে তারা নির্বাচনকে ভণ্ডুল করতে চায়। আমরা চাই, তারা এই পথ পরিহার করে নির্বাচনে এসে তাদের জনপ্রিয়তা যাচাই করুক। কিন্তু বিএনপির তারা জনগণকে ভয় পায়। তাই ২০১৩, ১৪ ও ১৫ সালের মতো জনগণের ওপর এখন পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ শুরু করেছে, মসজিদেও আগুন দিয়েছে। প্রধান বিচারপতির বাড়ি ও বিচারপতিদের কমপ্লেক্সে হামলা চালিয়েছে।’

প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু সমস্ত রক্তচক্ষুর মধ্যেও কখনো ক্ষমতার সাথে আপস করেন নাই উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান বলেন, তাঁর জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিতে হবে কারণ, রাজনীতি হচ্ছে একটি ব্রত, রাজনীতি ক্ষমতায় যাওয়া, বিত্ত বৈভব ও খ্যাতি অর্জনের সোপান হওয়া উচিত নয়।

চট্টগ্রাম ৭ আসনের এমপি হাছান বলেন, আমি আখতারুজ্জামান বাবু ভাইকে কাছ থেকে দেখেছি, কেউ তার কাছে গেছে কাউকে না বলতে শুনিনি। তিনি একাধারে রাজনীতিবিদ ছিলেন, সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী ছিলেন এবং একজন বড় দানশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অটল থেকে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন, কারাগারে গেছেন, ঝুঁকি নিয়ে দলের কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রয়াত আখতারুজ্জমান চৌধুরী বাবু সম্পর্কে তার সন্তান ভুমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ বলেন, তিনি একজন আদর্শবান রাজনীতিবিদ ছিলেন, কখনো অন্যায়ের সাথে আপস করেননি। কর্মগুণে তিনি মরেও আমাদের মাঝে অমর হয়ে আছেন। সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম চৌধুরী, মোস্তাফিজুর রহমান, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এটিএম পেয়ারুল ইসলাম, দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোতাহারুল ইসলাম চৌধুরী, উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এমএ সালাম, সাধারণ সম্পাদক শেখ আতাউর রহমান প্রমুখ সভায় বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৬২

**ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা উদ্বোধন ১২ নভেম্বর**

ঘোড়াশাল (নরসিংদী), ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ১২ নভেম্বর নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় নবনির্মিত ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা উদ্বোধন করবেন। আজ শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন কারখানা প্রাঙ্গণে এ উপলক্ষ্যে সার্বিক প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য ড. আনোয়ারুল আশরাফ খান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা, বিসিআইসি’র চেয়ারম্যান মোঃ সাইদুর রহমান এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসএম আলম উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি গত ২১ এপ্রিল, ২০২২ নরসিংদী জেলায় ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এর বার্ষিক সার উৎপাদনক্ষমতা ধরা হয়েছে ৯ দশমিক ২৪ লাখ মেট্রিক টন। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে দেশের অভ্যন্তরীণ ইউরিয়া সারের চাহিদা মেটাতে এবং সুলভমূল্যে কৃষকদের নিকট সার সরবরাহ নিশ্চিত করতে এটি ভূমিকা রাখবে।

মন্ত্রী বলেন, ‘ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় বিরাট ভূমিকা রাখবে। নতুন সার কারখানাটি স্থাপিত হলে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি সার আমদানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস পাবে, কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

উল্লেখ্য, প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন হলে দৈনিক ২৮০০ মে. টন (বার্ষিক ৯ লাখ ২৪ হাজার মে. টন) গ্রানুলার ইউরিয়া সার উৎপাদন হবে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন, শক্তিসাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব গ্রানুলার ইউরিয়া উৎপাদনে সক্ষম এই সার কারখানা দেশে ইউরিয়া সারের স্বল্পতা ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কারখানাটি দেশের কৃষি উৎপাদন, কৃষি অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য সর্বোপরি দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। ‘ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প’ এর ব্যয় হয়েছে ১৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের বিভিন্ন প্ল্যান্টের কাজ শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের অ্যামোনিয়া প্ল্যান্ট, ইউরিয়া প্ল্যান্ট এবং ইউটিলিটি দৃশ্যমান। এছাড়া, পিডিবি হতে পাওয়ার রিসিভিং, ইমাজেন্সি ডিজেল জেনারেটরের লোড টেন্ট সম্পন্ন হয়েছে, কুলিং ওয়াটার সিস্টেমে ওয়াটার ফ্ল্যাশিং ও কেমিক্যাল ক্লিনিং, নাইট্রোজেন ইউনিটের Instrument Air Compressor এর প্রি-কমিশনিং এবং কমিশনিং কার্যক্রম শেষ হয়েছে এবং পরীক্ষামূলক সার উৎপাদন শুরু হয়েছে।

#

হাসান/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ১৫৬১

**যা-কিছু হবে সংবিধান ও আইনের মধ্যেই হতে হবে**

**-- আইনমন্ত্রী**

 ঢাকা, ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর দেওয়া সংবিধানে জনগণকে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক বানিয়েছেন। এই সংবিধানের ২৬-৪৭ অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে। সেখানে সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংসদ কীভাবে গঠিত হবে, সরকার কীভাবে গঠিত হবে, নির্বাচন কীভাবে অনুষ্ঠিত হবে তার সকল বিধান সংবিধানে সুষ্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আগামীতে যা-কিছু হবে, সংবিধান ও আইনের মধ্য থেকেই হতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে দেশ আবারও পিছিয়ে পড়বে।

‘জাতীয় সংবিধান দিবস ২০২৩’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আজ রাজধানীর র‌্যাডিসন হোটেলে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে সভাপতির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, বিগত অর্ধশত বছরের অভিজ্ঞতা বলে, যখনই বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত সাংবিধানিক শাসন থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তখনই দেশে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার ব্যাহত হয়েছে। দেশে অরাজক ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং মৌলিক মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। সর্বোপরি দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। তাই অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আগামীতে যা-কিছু হবে, সংবিধান ও আইনের মধ্যে থেকেই হতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে আবারও জাতি পিছিয়ে পড়বে।

মন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন। বাঙালি জাতি স্বাধীনতার মাত্র ১০ মাসের মাথায় একটি গণমুখী ও বিশ্বমানের সংবিধান পেলেও এর পেছনের ইতিহাস অনেক বিস্তৃত ও কণ্টকিত। একটি গণমুখী সংবিধান পাওয়ার জন্য তৎকালীন পাকিস্তান আমলে সামরিক ও স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন করতে হয়েছে, অনেক রক্ত দিতে হয়েছে।

তবে বঙ্গবন্ধু তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে সবসময় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করেছিলেন। দাবি আদায়ে জনগণকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। ছয় দফার সমর্থনে জনমত তৈরিতে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া এবং বেনাপোল থেকে তামাবিল পর্যন্ত দিন-রাত গণসংযোগ করেছিলেন। তিনি কখনোই জ্বালাও পোড়াও কিংবা সন্ত্রাসী কায়দায় দাবি আদায়ের রাজনীতি করেননি। পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা তাকে বারবার মিথ্যা মামলায় কারাগারে পাঠালেও তিনি কখনোই সহিংস পন্থা অবলম্বন করেননি। অধিকার আদায়ে তিনি অহিংস আন্দোলনের পাশাপাশি আদালতের আশ্রয় নিয়েছিলেন, বলেন আনিসুল হক।

তিনি ইচ্ছে করলে একাত্তরের ৭ মার্চেই স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা দিতে পারতেন কিন্তু তা দেননি। তিনি সেদিন বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কারণ বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন দূরদর্শী নেতা। তিনি নিজেকে কখনোই বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দেননি। তিনি তাঁর-প্রগাঢ় রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে ধাপে ধাপে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিকে মজবুত করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে যখন পাকিস্তান হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র-নিরপরাধ বাঙালির ওপর অস্ত্র চালিয়েছিল ঠিক তখনই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন এবং তা বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল, যোগ করেন মি. হক।

চলমান পাতা/২

--০২--

একইভাবে স্বাধীনতা পরবর্তী বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল নিয়মতান্ত্রিক এবং আইনের আওতায়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফেরার পরের দিনই তিনি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেছিলেন এবং এই সংবিধানের আওতায় তিনি প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর একটি স্থায়ী সংবিধান তৈরির জন্য তিনি ১৯৭২ সালের ২৩ শে মার্চ জারিকৃত বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশের আওতায় ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান হতে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করেছিলেন। সংবিধানের খসড়া তৈরির জন্য তিনি গণপরিষদের ৩৪ জন সদস্যের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন। এই কমিটির মাধ্যমে প্রণীত খসড়া সংবিধান দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আজকের দিনে গণপরিষদে গৃহীত হয়েছিল। তাই আজকের দিনটি স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সেমিনারে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী প্রধান অতিথি ছিলেন। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইন কমিশনের সদস্য বিচারপতি এটিএম ফজলে কবীর এবং আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম সারওয়ার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মো. মইনুল কবির এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এস এম মাসুম বিল্লাহ।

#

রেজাউল/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৬০

**নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে অপপ্রচার ও গুজবে কান দেবেন না**

**-- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, শেখ হাসিনার হাতে আমরা একটি যুগ উপযোগী শিক্ষানীতি পেয়েছি পাশাপাশি ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য আমরা একটি জাতীয় শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেছি, ২১ শতকের সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আমাদের সন্তানদের গড়ে তোলার জন্য। তারা যেন স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিক হতে পারে। নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে অপপ্রচার চলছে। নোট গাইড ও কোচিং ব্যবসায়ীরা তা করছে, তাদের ব্যবসা নষ্ট হওয়ার ভয়ে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর ইডেন কলেজে ইডেন কলেজের ১৫০ বছরপূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল অপপ্রচারে ইন্ধন জোগাচ্ছে। সবাইকে বলব গুজবে কান দেবেন না। সত্য জেনে নেবেন। আমরাও যোগাযোগ মাধ্যমে সঠিক তথ্যগুলো দিচ্ছি। নতুন শিক্ষাক্রম আমাদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে। সেই পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাদের কথায় কান দেবেন না। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, আমরা এগিয়ে যাব।

#

খায়ের/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৫৯

**দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নে গণমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নে দেরি হলে এর ব্যয়ও বাড়ে। গণমাধ্যম ও স্থানীয় নেতৃত্ব তৎপর হলে প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

মন্ত্রী আজ সিলেটের খাদিমপুরে সুরমা গেইটে সিলেট-তামাবিল মহাসড়ক পৃথক এসএমভিটি লেনসহ ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের ২য় প্যাকেজের কাজের উদ্বোধনকালে এ আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, নির্মাণাধীন মহাসড়কটি বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমার, নেপাল, ভুটান এবং চীনের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করবে। এতে দেশে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের সাথে সাথে নতুন দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আসবে বলে ড. মোমেন আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, চার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৬ দশমিক ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সিলেট-তামাবিল মহাসড়কটি নির্মাণ করা হচ্ছে। এতে সিলেট- তামাবিল অঞ্চলে একটি নিরাপদ ও টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠবে। প্রকল্পটি এ এলাকার মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবন-জীবিকার মান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

এ প্রকল্পের আওতায় ৫টি সেতু, ২২টি কালভার্ট, ১১টি ফুটওভার ব্রিজ, ৭টি বাস স্ট্যান্ড, ৬টি ইউলুপ এবং একটি টোলপ্লাজাও নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি ২০২৫ সালের জুন মাসে শেষ হওয়ায় কথা রয়েছে। এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় মহাসড়কটি নির্মাণ করা হচ্ছে।

পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিলেট সদর উপজেলা পরিষদে উপজেলার ১২টি উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ২১ কোটি ৪০ হাজার টাকা ব্যয়বিশিষ্ট এসব কার্যক্রমের আওতায় সড়ক, স্কুল ভবন, সেতু ও মসজিদ নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হয়। অনুষ্ঠানে ড. মোমেন সদর উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের ২ হাজার ৩১৫ জন কৃষকের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রবি শস্যের বীজ ও সার বিতরণ করেন। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

#

মাসুম বিল্লাহ/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                      নম্বর : ১৫৫৮

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

 ঢাকা, ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক ২১ শতাংশ। এ সময় ৪১৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

           গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৬৪৬ জন।

#

 সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/শামীম/২০২৩/১৭২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৫৭

**ভারতের মুম্বাইয়ে জাতীয় সংবিধান দিবস পালিত**

মুম্বাই, ১৯ কার্তিক (৪ নভেম্বর) :

আজ ভারতের মুম্বাইয়ে বাংলাদেশ উপহাইকমিশনে জাতীয় সংবিধান দিবস যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে উপহাইকমিশন প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ, আলোচনা সভা ও বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় মুম্বাইয়ে নিযুক্ত বাংলাদেশের উপহাইকমিশনার চিরঞ্জীব সরকার বাংলাদেশের জাতীয় সংবিধানের অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি নবগঠিত বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এবং দ্রুততম সময়ে একটি লিখিত সংবিধান উপহার দিতে জাতির পিতার অসামান্য কৃতিত্ব তুলে ধরেন।

#

মাহমুদুল/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/কামাল/২০২৩/১৩১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৫৫৬

**ইউএস আর্মি ওয়ার কলেজের প্রতিনিধিদলের জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন পরিদর্শন**

নিউইয়র্ক, ০৪ নভেম্বর :

গতকাল যুক্তরাষ্ট্র আর্মি ওয়ার কলেজের ২৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন পরিদর্শন করে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রা ও বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের সুনামের প্রেক্ষিতে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অংশ হিসেবে প্রতিবছরই ইউএস আর্মি ওয়ার কলেজের প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ মিশন পরিদর্শনে আসে। এই প্রতিনিধিদলে ঐ কলেজে প্রশিক্ষণরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও রয়েছেন।

এ প্রতিনিধিদলকে মিশনে স্বাগত জানান জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। স্বাগত বক্তব্যে তিনি শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবদান এবং জাতিসংঘের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, টেকসই শান্তি ও পিস্‌বিল্ডিং কার্যক্রমে বাংলাদেশের নিবিড় অংশগ্রহণের কথা তুলে ধরেন। এলডিসি ক্যাটেগরি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কথা তুলে ধরেন। রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে বাংলাদেশ জাতিসংঘে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছে তা উল্লেখ করেন। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতিসংঘের বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সাফল্যের কথা তুলে ধরেন রাষ্ট্রদূত মুহিত।

প্রতিনিধিদলকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের অসামান্য অবদান ও বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে ব্রিফ করেন বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের ডিফেন্স অ্যাডভাইজর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: ছাদেকুজ্জামান। ব্রিফিংয়ে বিগত ৩৫ বছর ধরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের সাফল্যমণ্ডিত অগ্রযাত্রার বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন ডিফেন্স অ্যাডভাইজর। তাছাড়া, তিনি আগামি দিনগুলোতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অব্যাহত অঙ্গীকারের কথাও পুনঃব্যক্ত করেন।

#

জুলফিকার/রবি/সাঈদা/কলি/কামাল/২০২৩/১১১০ ঘণ্টা